"আমার প্রতিদিন স্কুলে যেতে ভালো লাগে। বাংলা পড়তে আমার বেশী ভালো লাগে। আমাদের শিক্ষকরা আমাদেরকে খুব ভালোবাসেন এবং স্কুলে বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে উৎসাহ দেন। বড় হয়ে আমি একজন ডাক্তার হতে চাই।"
- জান্নাতুল ফেরদৌস, বীর প্রতীক তারামন বিবি আনন্দলোক বিদ্যালয়

## পরিবর্তনের সঙ্গী হোন - শিশুদের স্বাবলম্বী ভবিষ্যত বিনির্মাণে আনন্দলোকের সাথে থাকুন!

যেভাবে অনুদান দিতে পারেন:

**৫০০০ টাকা** — একজন শিশুর সারা বছরের লেখাপড়ার খরচের জোগান হবে

**১ লক্ষ টাকা** — যতদিন স্কুল থাকবে ততদিন একজন শিশুর লেখাপড়ার খরচের জোগান হবে

bKash ও নগদ : +880 1318 485 440

চেক ইস্যু বা সরাসরি অনুদান পাঠাতে পারেনঃ
হিসাবের নাম: Anandalok Trust for Education and Development
A/N: SND-1361350000356
ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড, ধানমন্ডি প্রধান শাখা
সুইফট কোড: EBLDBDDH, রাউটিং নং: 095261559

অধিকতর মানবিক, ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায্য সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আনন্দলোক ট্রাস্ট বাংলাদেশে আলোকিত, সচেতন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে কাজ করছে

আনন্দলোক ট্রাস্ট (আনন্দলোক ট্রাস্ট ফর এডুকেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) জাতীয় পর্যায়ে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক সংস্থা। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত ও শিশুবান্ধব প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনন্দলোক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আনন্দলোক ট্রাস্ট দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণের স্বার্থে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও ধারণার প্রয়োগ, গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিস্তার নিয়ে কাজ করে থাকে। এখন পর্যন্ত আনন্দলোক ট্রাস্ট ৩৪টি আনন্দলোক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবক, ব্যক্তি-পর্যায়ের দাতা ও নিয়মিত দাতাসংস্থাসমূহকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এই বিদ্যালয়গুলোকে আত্মনির্ভরশীল ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে আনন্দলোক ট্রাস্ট নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

## আপনার সহযোগিতা একটি শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করবে!


যোগাযোগঃ
আনন্দলোক ট্রাস্ট ফর এডুকেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
৩/১ (প্রথম তলা), ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
নম্বর: +৮৮০১৩১৮৪৮৫৪৪০, + ৮৮০২৪৮১২০৩২৪
ইমেইল: anandaloktrust@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.anandalokbd.com


# আনন্দলোক বিদ্যালয়

**শিশুবান্ধব মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের প্রধান লক্ষ্য**

## আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আপনিও যোগ দিন!

আনন্দলোক ট্রাস্ট
Anandalok Trust

www.anandalokbd.com

# আলোকিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা!

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 'আনন্দলোক বিদ্যালয়' শিশুবান্ধব ও মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি শিখন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার শিশু তথা ভবিষ্যত নেতৃত্বের প্রজন্মকে প্রস্তুত করা। অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়ে উঠেছে আনন্দলোক বিদ্যালয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন একটি উন্মুক্ত ও সহনশীল সমাজের একজন প্রগতিশীল ও সৃজনশীল সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে সেজন্য যথাযথ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে আনন্দলোক।

## আনন্দলোক বিদ্যালয়ের প্রত্যয় এই যে -

- প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যায়তনিক, শারীরিক এবং সামাজিকভাবে তাঁর পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকাশের সুযোগ পাবে
- শিক্ষার্থীদের শিখনের আনন্দ উপভোগ করতে উৎসাহিত করা হবে
- শিক্ষকগণ নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে মানসম্মত পাঠদানের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবে
- শিক্ষার্থীরা সুযোগ্য শিক্ষকদের সহায়তায় যেন প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেই পরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ তৈরি করা হয়

## আনন্দলোক বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু তথ্য ঃ

- ২০০৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে ৩৪টি আনন্দলোক বিদ্যালয় গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, রংপুর, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলায় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে প্রায় ৬০০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।
- 'আনন্দলোক বিদ্যালয়' এর ধারণাটি উৎসারিত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা থেকে যিনি উন্মুক্ত ও উপভোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রর্বতনে একজন অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন।
- প্রতিটি আনন্দলোক বিদ্যালয় জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কোন স্মরণীয় বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নামে নামকরণ করা হয়, যেমন বীরপ্রতীক তারামন বিবি, জাহানারা ইমাম, কবি সুফিয়া কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাটিয়া দাস আনন্দলোক বিদ্যালয় ইত্যাদি।
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত হয়। এখানে জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার পাশাপাশি শিশুবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে শিখন ও শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- ২০১১ সাল থেকে এ-পর্যন্ত শতভাগ পাশের সাথে ৩৩৫০ শিক্ষার্থী ১১টি ব্যাচে আনন্দলোক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন করেছে যেখানে ৮৫% শিক্ষার্থী এ+, এ অথবা এ- গ্রেড পয়েন্ট পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। শতভাগ শিক্ষার্থীই পরবর্তীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
- এ-পর্যন্ত আনন্দলোক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীরা সরকারী মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং উপজেলা, জেলা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুরস্কারও অর্জন করে থাকে।

ছবি সৌজন্যে: নাজিয়া ইয়াসমিন

গ্রন্থাগার

ব্রতচারী চর্চা

প্রকল্প কাজ

শিল্প চর্চা

বার্ষিক খেলাধুলা

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন

কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

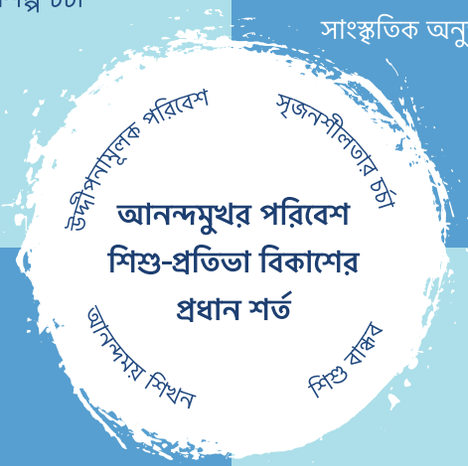


**আনন্দমুখর পরিবেশ শিশু-প্রতিভা বিকাশের প্রধান শর্ত**

বিজ্ঞান মেলা

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

গল্পের আসর

স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন

শান্তি শিক্ষা

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

সম্পূরক খাদ্য সহায়তা

বিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ